২০১৪ এর এমএটি ৫১৩

সঙ্গে

২০১৪ এর আই.এ. নং সিএএন ১ (২০১৪ এর ৪৬২১ সিএএন)

২০১৪ এর সিএএন ২ (২০১৪ এর সিএএন ৪৬৫২)

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য এবং অন্যান্য

বনাম

জয়ন্তী বসাক ও এরেকজন

শ্রী অর্জুন রায় মুখার্জি

শ্রীমতি তপতী সামন্ত

.....আপিলকারীদের জন্য

শ্রী একরামুল বারী

সেক ইমতিয়াজ উদ্দিন

...উত্তরদাতার জন্য নং . ১

<u>রি: ২০১৪ এর সিএএন ১ (২০১৪ এর সিএএন ৪৬২১)</u>

(বিলম্বের ক্ষমা)

১. আপিল স্মারকলিপি উপস্থাপনে ২২২ দিনের বিলম্ব আছে।

২. সংবিধিবদ্ধ সময়ের মধ্যে আপিলের স্মারকলিপি ফাইল করতে না পারার জন্য দেওয়া ব্যাখ্যায় আমরা সন্তুষ্ট, আমরা আপিলের স্মারকলিপি উপস্থাপনের বিলম্বকে ক্ষমা করতে আগ্রহী।

৩. বিলম্বের ক্ষমার আবেদন হল, এইভাবে, খরচ হিসাবে কোন আদেশ ছাড়া অনুমোদিত।

৪. ২০১৪ এর সিএএন ৪৬২১ এইভাবে নিষ্পত্তি করা হয়।

<u>রি: ২০১৪ এর এমএটি ৫১৩</u>

১. আমরা বিজ্ঞ কৌসুলি দলগুলোর জন্য জারা হাজির, তাদের শুনেছি।

২. আপিলকারীদের জন্য বিজ্ঞ আইনজীবী জমা দেন

এই আপিলের সাথে জড়িত সমস্যাটি ২০২২ সালের এমএটি ১২০৮ (নুপুর সিকদার বনাম পশ্চিমবঙ্গ এবং অন্যান্য) ১৯ই সেপ্টেম্বর, ২০০২৩-এ এই বেঞ্চের দেওয়া রায়ের দ্বারা আচ্ছাদিত। তবে, আমরা আপীলকারীদের দাখিল উল্লিখিতটি গ্রহণ করতে অক্ষম।

৩. রিট পিটিশনকারী ১লা জানুয়ারী, ১৯৮৯ তারিখে এবং স্কুল কর্তৃপক্ষ এবং ডিস্ট্রিক্ট ইন্সপেক্টর অফ স্কুলস (এস.ই), মালদা কর্তৃক জারি করা নিয়োগ পত্রের শর্তে সামাজিক বিজ্ঞান গ্রুপের অধীনে ইতিহাসের সহকারী শিক্ষক হিসাবে স্কুলে যোগদান করেছিলেন। ৩০শে জানুয়ারী, ১৯৮৯ তারিখের মেমোর অধীনে আবেদনকারীর নিয়োগের বিষয়ে। তিনি সহকারী শিক্ষক হিসাবে অবিচ্ছিন্ন চাকরিতে রয়েছেন। তিনি একজন পাস গ্র্যাজুয়েট ছিলেন এবং ইতিহাসে তার যোগ্যতা বাড়াতে চেয়েছিলেন এবং জেলা পরিদর্শকের স্কুলের পূর্বানুমতি নিয়ে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমএ ডিগ্রি অর্জন করেছিলেন। যাইহোক, চিঠিটা ডিস্ট্রিক্ট ইন্সপেক্টর অফ স্কুলস কর্তৃক জারি করা অনুমোদনের শেষ বাক্যে বলা হয়েছে যে উচ্চতর বেতন স্কেল ছাড়াই অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। এটি আগের সমস্ত রিট পিটিশনের চ্যালেঞ্জের বিষয় ছিল যেখানে সময়ে সময়ে কর্তৃপক্ষকে উচ্চতর বেতন স্কেলের জন্য তার প্রতিনিধিত্ব বিবেচনা করার নির্দেশ দিয়ে আদেশ দেওয়া হয়েছে।

৫. আবেদনকারী/প্রতিবাদী নং. ১ ভুল ব্যাখ্যা এবং প্রাসঙ্গিক সার্কুলার বোঝার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

বিজ্ঞ একক বিচারক আবেদনকারীর পক্ষে রিট আবেদনের সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় বিবেচনায় নিয়েছেন যে সরকার স্বীকৃত বেসরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের সহকারী শিক্ষকদের বেতন স্নাতকোত্তর স্কেলের সুবিধা বাড়ানোর নীতি ঘোষণা করেছে, সংশ্লিষ্ট সহকারী শিক্ষকের যোগ্যতা এবং সরকার বেতন ও ভাতা বিধিমালা ২০০৯-এর সংশোধনের অধীনে পঞ্চম বেতন কমিশনের সুপারিশ গ্রহণ করেছে। পূর্ব-শর্ত সহ পূর্বানুমতি দেওয়ার জন্য জেলা পরিদর্শক (এসই) উদ্বেগের কোনো বিকল্প দেওয়া হয়নি। উচ্চতর বেতন স্কেলের সুবিধা বাড়ানোর কোনো আশ্বাস না দেওয়া। নূপুর সিকদারের বিপরীতে যেখানে যোগ্যতা বৃদ্ধির জন্য কোন স্পষ্ট সংবিধিবদ্ধ বাধা নেই। তাত্ক্ষণিক ক্ষেত্রে যদিও আবেদনকারীকে পাস গ্র্যাজুয়েট হিসাবে নিয়োগ করা হয়েছিল, ম্যানেজিং কমিটির একটি সুপারিশ ছিল যাতে তাকে উচ্চতর যোগ্যতা বাড়ানোর জন্য উচ্চতর পড়াশোনা করার অনুমতি দেওয়া হয় যাতে স্কুলটিকে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উন্নীত করা যায়। ২৪শে জানুয়ারী, ২০০০ তারিখের সুপারিশের চিঠি এবং ১৭ ফেব্রুয়ারী তারিখের চিঠিটি, জেলা পরিদর্শক (এসই), মালদাকে সম্বোধন করে দৃঢ়ভাবে পরামর্শ দেয় যে উচ্চতর যোগ্যতা অর্জনের জন্য প্রার্থনা ছাত্রদের স্বার্থের জন্য উপকারী হবে।

বেতনের উচ্চতর স্কেলের জন্য প্রার্থনা রাজ্য এই ভিত্তিতে প্রতিহত করেছিল যে পশ্চিমবঙ্গ স্কুল (ব্যয় নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫ এর পরিপ্রেক্ষিতে, রিট আবেদনকারী এই ধরনের ত্রাণের অধিকারী হবেন না। যদি ডি.আই সন্তুষ্ট হন যে আবেদনকারীর দ্বারা এই ধরনের উচ্চতর যোগ্যতা অর্জন করা ছাত্রদের স্বার্থে হবে, তাহলে এই ধরনের কর্তৃপক্ষের উচিত আবেদনকারীকে আর্থিক সুবিধা সহ অনুমতি দেওয়া উচিত কারণ আবেদনকারী ২০০০/২০০১ এর সেশনে তার স্নাতকোত্তর কোর্স সম্পন্ন করেছিলেন এবং স্কুল সার্ভিস কমিশন অ্যাক্ট, ১৯৯৭ এর আগে নিয়োগ করা হয়েছিল। একজন শিক্ষক প্রাসঙ্গিক বিষয়ে উচ্চতর যোগ্যতা অর্জন করলে প্রাসঙ্গিক সার্কুলার উচ্চতর বেতনের স্কেল অনুমোদিত।

৬. এটি লক্ষ্য করা আকর্ষণীয় যে ১৭ ই সেপ্টেম্বর, ২০১২ তারিখে ২২শে আগস্ট, ২০১২ তারিখে জেলা পরিদর্শক স্কুলের দ্বারা গৃহীত আদেশটি বাতিল করা হয়েছিল যে এক জায়গায় কর্তৃপক্ষ বলেছিল যে পূর্বানুমতি জারি করা হয়েছিল আবেদনকারী স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী কিন্তু আদেশের পরবর্তী অংশে এটি রেকর্ড করা হয় যে রিট আবেদনকারী পূর্বানুমতি পত্রটি উপস্থাপন করেননি। তদনুসারে, উচ্চতর বেতনের জন্য তার প্রার্থনা পুনর্বিবেচনার জন্য বিষয়টি কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হয়েছিল।

৭. দ্বিতীয় বিরুদ্ধ আদেশে, ত্রাণ অস্বীকার করা হয়েছিল এই ভিত্তিতে যে আবেদনকারী নিজেকে স্নাতকোত্তর কোর্সে নথিভুক্ত করেছিলেন পূর্বানুমতি প্রাপ্ত করা এবং তাই জি.ও. নং ৫৪৮ – এসই(এস) তারিখের ২৮শে জুন, ১৯৯৭-এর আলোকে আবেদনকারীর বেতনের পি.জি. স্কেলের জন্য প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল৷

"নং ৫৪৮ - এসই (এস) তারিখ: ২৪ জুন, ১৯৯৭।

প্রতি: স্কুল শিক্ষা পরিচালক, পশ্চিমবঙ্গ।

উপ: ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা পরিচালিত চিঠিপত্রের পাঠ্যক্রমের স্বীকৃতি।

নিম্নস্বাক্ষরিত রাজ্যপালের আদেশ দ্বারা নির্দেশিত হয়েছে যে এখন থেকে বিভিন্ন রাজ্য-সহায়ক বিদ্যালয়ে পাঠদানকারী সমস্ত শিক্ষককে ম্যানেজিং কমিটি, অ্যাড-হক কমিটি/প্রশাসকের মাধ্যমে জেলা পরিদর্শক (এসই) এর কাছ থেকে পূর্বানুমতি নিতে হবে। যেমনটি হতে পারে যদি তারা নিজেদের নাম নথিভুক্ত করতে চায় এবং ইউজিসি-অধিভুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলি থেকে শিক্ষার চিঠিপত্র/দূরত্ব মোডের মাধ্যমে পরিচালিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে চায়। সংশ্লিষ্ট স্কুলের ম্যানেজিং কমিটি এই ধরনের মামলাগুলি ডিআই (এসই)-এর কাছে তাদের মন্তব্য সহ অনুমোদনের জন্য পাঠাবে, যার মধ্যে অন্যান্য বিষয়ের সাথে, উচ্চতর অধ্যয়নের বিষয়ের প্রাসঙ্গিকতা এবং এই ধরনের উচ্চতর অধ্যয়নের দায়িত্বগুলিকে প্রভাবিত করতে পারে কিনা। স্কুলে শিক্ষক।"

৮. দৃষ্টান্তের ক্ষেত্রে ম্যানেজিং কমিটি তার অনুমোদন প্রেরণে উচ্চতর অধ্যয়নের বিষয়ের প্রাসঙ্গিকতা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছে।

অধ্যয়ন পূর্বানুমতি দেওয়ার সময় ডি.আই. উচ্চতর বেতনের স্কেল অস্বীকার করতে পারে না কারণ প্রাসঙ্গিক সার্কুলারটি ডিআইকে সেই বিকল্পটি দেয় না। সেই সময়ে এমন কোন নিয়ম প্রচলিত ছিল না যা ডি.আই. কে এই ধরনের আর্থিক সুবিধা অস্বীকার করার ক্ষমতা দেয়। ডি.আই.-এর এই স্বেচ্ছাচারী আচরণের বিরুদ্ধে আপিলের আদেশে সুরাহা করা হয়েছে।

৯. জনাব একরামুল বারী, বিজ্ঞ আইনজীবী উত্তরদাতা নং-এর পক্ষে উপস্থিত ছিলেন। ১/ রিট আবেদনকারী রবি কান্ত বর্মণ বনাম সমন্বয় বেঞ্চের একটি সিদ্ধান্ত উল্লেখ করেছেন। স্কুলের জেলা পরিদর্শক (এসই) এবং অন্যান্য ৩১শে জানুয়ারী, ২০১৪ তারিখে মাননীয় ডিভিশন বেঞ্চ সিদ্ধান্ত নিয়েছে রোপা ১৯৯৮ এর ১২ (৩) বিধি এবং সরকারী আদেশ নং . ৫৪৯ - এসই (এস) ২৪শে জুন, ১৯৯৭ তারিখে এবং পর্যবেক্ষণ করেছেন যে "আমরা ইতিমধ্যে উপরে উল্লেখ করেছি যে আবেদনকারীকে স্কুল সার্ভিস কমিশন আইন, ১৯৯৭ কার্যকর হওয়ার আগে উক্ত বিদ্যালয়ে একজন সহকারী শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ করা হয়েছিল। যেমন, বিধি ১২ (৩) এ থাকা শর্তের শেষ অংশ যেখানে স্কুল সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে নিয়োগকৃত শিক্ষকদের সাথে সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে কাজ করা হয়েছে, বর্তমান ক্ষেত্রে এর কোন আবেদন নেই। তাই আমাদের বর্তমানে আমাদের পুনর্বিবেচনার বাইরে উল্লিখিত নিয়মের উল্লিখিত অংশটি বেছে নিতে হবে।

রোপা ১৯৯৮, ১২ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৯-এ বিজ্ঞাপিত হয়েছিল এবং পে কমিশনের সুপারিশ অনুসারে ১লা জানুয়ারী, ১৯৯৬ থেকে উল্লিখিত রোপার প্রভাব পূর্ববর্তীভাবে দেওয়া হয়েছিল।

এইভাবে, বেতন ও ভাতা বিধিমালা ১৯৯৮-এর সংশোধন প্রণয়ন করে যখন শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মীদের বেতনের নতুন সংশোধিত স্কেল প্রবর্তন করা হয়, তখন সরকার ২৪শে জুন, ১৯৯৭ তারিখে জারি করা তার আগের সরকারি আদেশ সম্পর্কে অবগত ছিল। জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও ২৪শে জুন, ১৯৯৭ তারিখের পূর্ববর্তী সরকারী আদেশ, সরকার, বেতন ও ভাতা বিধি ১৯৯৮-এর সংশোধন করার সময়, উল্লিখিত বিধিতে বিশেষভাবে উল্লেখ করেনি যে এই ধরনের আর্থিক সুবিধা সেই সহকারী শিক্ষকদের দেওয়া যাবে না যারা প্রাসঙ্গিক বিষয়ে উচ্চতর যোগ্যতা অর্জন করেছেন। সংশ্লিষ্টদের কাছ থেকে পূর্বানুমতি প্রাপ্তি। ডিস্ট্রিক্ট ইন্সপেক্টর অফ স্কুলস (এসই), প্রাসঙ্গিক বিষয়ে উচ্চতর যোগ্যতা অর্জনের পরে এই ধরনের সহকারী শিক্ষকদের উচ্চতর বেতনের মঞ্জুরি, আমাদের দৃষ্টিতে অস্বীকার করা যায় না তবে, তারা সেখানে উল্লিখিত শর্তগুলি পূরণ করে। প্রকৃতপক্ষে, এই ধরনের সহকারী শিক্ষকদের উচ্চতর বেতনের স্কেল প্রদানের শর্তটি উল্লিখিত বিধিতে যোগ্য যা প্রদান করে যে এই ধরনের উচ্চতর বেতনের স্কেল শুধুমাত্র সেই শিক্ষকদের মঞ্জুর করা যেতে পারে যখন প্রাসঙ্গিক বিষয় বা গোষ্ঠীতে উচ্চতর যোগ্য শিক্ষক ন্যায্য হবে, সেই স্কুলের অনুমোদিত স্টাফ প্যাটার্ন অনুযায়ী।

সুতরাং, আমাদের বিবেচিত দৃষ্টিতে, আরওপিএ ১৯৯৮ এর বিধি ১২ (৩) এর উল্লিখিত বিধানে প্রদত্ত শর্তটি যদি সন্তুষ্ট হয় তবে তার বর্ধিত শিক্ষাগত যোগ্যতার জন্য উচ্চতর বেতন প্রদানের জন্য আবেদনকারীর প্রার্থনা অস্বীকার করা যাবে না যদিও তিনি ২৪শে জুন, ১৯৯৭ তারিখের সরকারী আদেশের শর্তে সংশ্লিষ্ট জেলা পরিদর্শক (এসই) এর কাছ থেকে পূর্বানুমতি না নিয়েই এই ধরনের ডিগ্রি অর্জন করেছেন। তবে তিনি যে ডিগ্রী অর্জন করেছেন তা ২৪শে জুন, ১৯৯৭ তারিখের সরকারি আদেশ নং ৫৪৯-এসই (এস) অনুসারে স্বীকৃত।

এইভাবে, আমরা সমীর কুমার সাহা বনাম মামলায় এই মাননীয় আদালতের অন্য ডিভিশন বেঞ্চ যে উপসংহার টানা হয়েছিল তা সমর্থন করি। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য এবং অন্যান্য (সুপ্রা) ধরে ধরে যে এখানে আবেদনকারী উপরে উল্লিখিত শর্তগুলির সন্তুষ্টি সাপেক্ষে তার বর্ধিত যোগ্যতার জন্য উচ্চতর বেতনের স্কেল পাওয়ার অধিকারী। "

১০. শ্রী বারীর উদ্ধৃত উপরোক্ত সিদ্ধান্তটি তাত্ক্ষণিক ক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে প্রযোজ্য। উদ্ধৃত সিদ্ধান্তে স্কুলডের জেলা পরিদর্শককে (এসই) প্রাসঙ্গিক বিষয়ে তার শিক্ষাগত যোগ্যতা বৃদ্ধির তারিখ থেকে তার বর্ধিত শিক্ষাগত যোগ্যতার জন্য উচ্চতর বেতন মঞ্জুরির জন্য আবেদনকারীর দাবি বিবেচনা করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, এর আলোকে নতুন করে মধ্যে করা পর্যবেক্ষণ, বলেছেন সিদ্ধান্তে।

১১. সমস্ত শর্ত পূরণ হওয়ার বিষয়টির পরিপ্রেক্ষিতে, ডি.আই. আবেদনকারীকে আর্থিক সুবিধা অস্বীকার করতে পারে না কারণ সেই প্রাসঙ্গিক সময়ে কোনও আইনি বাধা ছিল না।

১২. আমাদের জানানো হয়েছে যে আপিলের বিচারাধীন থাকাকালীন বিজ্ঞ একক বিচারকের আদেশ কার্যকর করা হয়নি। এই ধরনের পরিস্থিতিতে, আপীলকারীদের এই আদেশ কার্যকর হওয়ার তারিখ থেকে দুই মাসের মধ্যে আবেদনকারীর অনুকূলে স্নাতকোত্তর স্কেলের বেতনের সুবিধা বাড়ানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আপিলকারীদের পক্ষ থেকে জমা দেওয়া হয়েছে যে ডিস্ট্রিক্ট ইন্সপেক্টর অফ স্কুলস (এসই), মালদা কর্তৃক গৃহীত আদেশটি এমন একটি ব্যাখ্যার ভিত্তিতে ছিল যেখানে ডিআইয়ের চিন্তাভাবনা অনুমোদিত ছিল এবং পাস করার ক্ষেত্রে ডিআইয়ের পক্ষ থেকে কোনও বিদ্বেষ ছিল না। আমরা বকেয়া পরিমাণের উপর সুদ প্রদানের নির্দেশনা প্রদানের আদেশটি এই শর্তের সাথে সরিয়ে রাখি যে ঘটনাটি সম্পূর্ণ পরিমাণ এই আদেশের তারিখ থেকে দুই মাসের মধ্যে আবেদনকারীকে অর্থ প্রদান করতে হবে, আপীলকারীরা বকেয়া টাকার সুদ পরিশোধ করবেন না। ডিফল্ট হিসাবে, সুদের আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে বকেয়া পরিমাণে পরিশোধ করার নির্দেশ দেওয়া হয় বিজ্ঞ একক বিচারপতি দ্বারা।

১৩. উপরোক্ত বিবেচনায়, ২০১৪-এর এমএটি ৫১৩ হওয়ার আপিলটি নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

১৪. আপীল নিষ্পত্তির পরিপ্রেক্ষিতে, ২০১৪ সালের সিএএন ৪৬৫২ থাকার জন্য আবেদনে সিদ্ধান্ত নেওয়ার কিছু অবশিষ্ট নেই এবং সেই অনুযায়ী নিষ্পত্তি করা হয়।

১৫. যাইহোক,খরচ হিসাবে কোন আদেশ হবে না

১৬. এই আদেশের জরুরী ফটোস্ট্যাট প্রত্যয়িত অনুলিপি, যদি আবেদন করা হয়, তবে স্বাভাবিক অঙ্গীকারে পক্ষগুলিকে দেওয়া হবে।

(বিচারপতি, উদয় কুমার) **(বিচারপতি, সৌমেন সেন)**

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।